

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

.....

অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্ত্রতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভুলই জানেন।

সূরা আল ইমরান ৩৬

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ সোমবার ॥ ১৩ জুলাই ২০২৬ ॥ ২৮ মহররম ১৪৪৮ ॥ ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৪২ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা



বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা: রাষ্ট্রপতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই তরুণ। এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দেশের 'সবচেয়ে বড় ২ এর পাতায় দেখুন



দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে কোনো গাফিলতির সুযোগ নেই: প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার; কোনো ধরনের গাফিলতির ২ এর পাতায় দেখুন



আবহাওয়া দেখে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত: শিক্ষামন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় টানা বৃষ্টির কারণে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষা ২ এর পাতায় দেখুন



বেড়িঝাঁধের বরাদ্দের এক টাকাও লুটপাট করতে দেওয়া হবে না: নাহিদ

কীর্তনখোলা ডেস্ক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এমপি বলেছেন, 'আনোয়ারার ২ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে নগরীতে র্যালির নেতৃত্ব দিচ্ছেন (বাম থেকে) মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি, জেলা বিএনপি'র র্যালির নেতৃত্বে সংগঠনের আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান এমপি ও সদস্য সচিব আবুল কালাম শাহীন। এছাড়া আরো র্যালি করেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের রহমাতুল্লাহ ও মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন

জুনের দ্বিগুণ হতে পারে জুলাইয়ে ডেঙ্গু রোগী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশে টানা থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার ফলে জমে থাকা পানিতে এডিস মশার প্রজননের বড় শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সরকারি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আগের মাসের তুলনায় বিলারী জুন মাসে ডেঙ্গু শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে বার্ষ হলে জুলাই মাসে রাজধানীসহ সারা দেশে ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত ও মৃতের সংখ্যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের মত, অতিরিক্ত গরম কিংবা মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বিভাগে বন্যা প্রাণহানি বেড়ে ৫০, ক্ষতিগ্রস্ত ৮০ হাজার বসতবাড়ি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
টানা ভারী বর্ষণ, পাহাড়ি ঢল ও উজানের পানিতে সৃষ্ট বন্যায় চট্টগ্রাম বিভাগে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ৫০ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনো বিভাগের ৩ হাজার ৯৪১টি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন ৩৪ হাজার ৭২৩ জন মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭৯ হাজার ১৮৭টি বসতঘর, ৩৪৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৩ হাজার ৮৪০ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৩৯টি সেতু ও কালভার্ট। রোববার (১২ জুলাই) চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বিভাগের ১১ জেলার মোট ৪০৮টি ইউনিয়ন ও ২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে মিছিলের নগরী বরিশাল

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বরিশালে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছে বরিশাল। চার দিন ধরে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করে যাচ্ছেন। গতকালও সকাল থেকেই বিভিন্ন

ওয়ার্ড থেকে নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে নগরীতে আসেন। এসব কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সদর রোড। গোপালপুর মাধ্যমে দলীয় নেতা-কর্মীরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তাদের আশা, প্রধানমন্ত্রীর আগমনে বরিশালের উন্নয়ন হবে। সকালে জেলা দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে

নগরের অশ্বিনী কুমার হুসেনলগর দলীয় কার্যালয়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরওয়ার এমপির নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। একই সময়ে মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিনের উদ্যোগে নগরে একটি ২ এর পাতায় দেখুন

৭৯ হাজার শিক্ষার্থী পেল প্রাথমিক বৃত্তি, ট্যালেন্টপুল ৩২ হাজার ৯৬৫

কীর্তনখোলা ডেস্ক
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এ সারা দেশে মোট ৭৯ হাজার ২৪৬ শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পেয়েছে ৩২ হাজার ৯৬৫ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ৪৬ হাজার ২৮১ জন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ছাত্র ৩৫ হাজার ৮৯২ জন (৪৫.২৯ শতাংশ) এবং ছাত্রী ৪৩ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন

আগৈলঝাড়ায় থানায় হামলা তিনদিনে ২৪ জন গ্রেপ্তার

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি
মিছিল নিয়ে প্রকাশ্যে বরিশালের আঙুলের আঁচনা থানায় হামলা, ভাঙচুর এবং কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের মারধরের ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামিসহ তিনদিনে মোট ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হাম ও উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৯৬৯টি শিশু। রোববার (১২ জুলাই) রিকলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হলনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে এক ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে ৭টি শিয়াল পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল নগরীতে সাতটি শিয়াল পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বন বিভাগ। রোববার বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আসামিরা হলেন নুরুল ইসলাম (৩৩), মোহাম্মদ হারিস (৩৬), কামাল খলিফা (৩২) ও মোহাম্মদ জামাল খলিফা (৩২)। তারা সবাই বরিশাল নগরীর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বন কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় মামলাটি করা হয়েছে। ঘটনাটি জানতে পেরে বরিশাল সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা আরিফুর রহমানকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ৮ জুলাই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা মামলা করার সিদ্ধান্ত নিই। তিনি বলেন, বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কামাল হোসেনের মাধ্যমে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লিখিত অভিযোগটি জমা দেওয়া হয়। বিভাগীয় বন কার্যালয়ের কোর্ট লিয়াজেঁ কর্মকর্তা মাসুম মোস্তফা বলেন, বরিশাল সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা আরিফুর রহমান ২ এর পাতায় দেখুন

উৎসবমুখর গোটা দক্ষিণাঞ্চলে আজ বরিশালে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

হামে শিশুর মৃত্যু ইউনুস-নূরজাহানদের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন খারিজ

কীর্তনখোলা ডেস্ক
হামে আক্রান্ত হয়ে ৯ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় অবহেলার অভিযোগে অতর্কতী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস, সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমসহ চারজনের বিরুদ্ধে করা মামলার আবেদন গ্রহণ করেননি আদালত। অভিযোগের পক্ষে মামলা চালানোর মতো পর্যাপ্ত ভিত্তি না পাওয়ায় আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। রোববার (১২ জুলাই) ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জগিতা ইসলামের আদালতে এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালতের বেক্ষ সহকারী আন্তোভাষ ভৌমিক জানান, মামলা গ্রহণের প্রয়োজনীয় উপাদান না থাকায় আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। এর আগে ৫ জুলাই হামে মারা যাওয়া ৯ মাস বয়সী সাউদা মুসকারের বাবা সিরাজুল ইসলাম আদালতে এ আবেদন করেন। সেদিন তার জানানবন্দি গ্রহণের পর আদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিকড়ের শিকড়, দক্ষিণ বাঙ্গলার প্রখ্যাত বাঙ্গা ভাষ্যপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রাহ্মবৈদ্য কলেজ, বাঙ্গালা বিভাগের সাবেক কীর্তনখোলা গ্রন্থন একে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পতীশা শিক্ষক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা





উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান প্রেমির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রকাশের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক প্রেমির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক। সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়মণ্ডল বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিন্দা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি শাহরারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অরুণের লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অরুণের লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ শাহরারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি হাট নদী ও কলকাতা রোড, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি হাট নদী ও কলকাতা রোড, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলকাতা লাইব্রেরি বি.এম. কলকাতা রোড, বরিশাল 01726-474663	হক লাইব্রেরি বি.এম. কলকাতা রোড, বরিশাল 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম. কলকাতা রোড, বরিশাল 01717-488083



দল-মত নির্বিশেষে ১৮ জুলাইয়ের বিভাগীয় সমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
আসন্ন ১৮ জুলাই বরিশালের হেমায়েত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য ১১ দলীয় এককের বিভাগীয় সমাবেশ সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, কোতওয়ালী উত্তর থানার উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোতওয়ালী উত্তর থানা আমীর অধ্যাপক আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদ সদস্য ও বরিশাল মহানগর আমীর মাওলানা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলেন, "দল-মত নির্বিশেষে বরিশাল বিভাগের সর্বস্তরের জনগণকে আগামী ১৮ জুলাই বরিশালের হেমায়েত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। এই সমাবেশে কোনো একটি রাজনৈতিক জোটের একক কর্মসূচি নয়; বরং যারা গত ১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক

কীর্তনখোলা

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **বালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, বাউফল, আমতলী, ভোলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। গ্রাহ্যকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। অগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

—মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্মাদকীয় ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করণ

টানা ভারি বৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। বেশ কিছু নদীর পানি বিপক্ষীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে বৃহত্তর চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। সেখানে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ কয়েক দিন ধরে অসহায় পানিবন্দি হয়ে আছে। চট্টগ্রামের দুর্ঘোণ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১০ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরই মধ্যে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। র খবরে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামের গোহাগাড়া, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ ও বাঁশখালীভূমি চারটি উপজেলা ব্যাপকভাবে প্রাবিত হয়েছে। এসব এলাকার প্রায় চার লাখ মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এ ছাড়া বোয়ালখালী, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলার বন্যা পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। বৃহত্তর চট্টগ্রামে বন্যার মধ্যে বড় শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়স্রব। গত সাত দিনে শুু কক্সবাজারেই পাহাড়স্রব ও পানিতে ডুবে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলমান বিপর্যয়ে সব মিলিয়ে অন্তত ৪০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বান্দরবানের সাত উপজেলার সব নিম্নাঞ্চল প্রাবিত হয়েছে। ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ায় অনেকে পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজে সার্বক্ষণিক চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন জানান, এখন পর্যন্ত দুর্ঘোণকবলিত এলাকায় এক হাজার ৫৭টি অশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দুই কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুদান এবং তিন হাজার ৪৫০ মেট্রিক টন চাল দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুইটি এলাকায় নিরাপদ খাওয়ার পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুখাদ্য এবং তিন বোলা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। তবে মারি পর্যায়ে এসব নির্দেশনার সূচ্য বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অনাদিগকে সিলেট বিভাগের বিধগুণ ও মৌলভীবাজারের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করেছে। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিন চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও সিলেটে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। উত্তরাঞ্চলে রংপুর ও লালমনিরহাটেও বন্যা দেখা দি়য়েছে। এ ছাড়া সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও শেরপুরের কিছু এলাকায় স্বল্পমোয়াদি বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বন্যার মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অপরূপীয়। ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেতজাবিকিছু ডুবে একাকার হয়। পরাদি পশু, সঞ্চিত সপ্পন নিয়েই অনেকে নিঃশ্বাস হয়ে পড়ে। সঙ্গে রয়েছে রোগ-বলাহি। বন্যায় পানি হয়ে গেলেও বন্যার ক্ষত থেকেই যায়। কাজেই দুর্গতরা যেন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে তার জন্য বন্যা-পরবর্তী সহায়তার পরিকল্পনা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়মিত বন্যা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীগুলোতে মাতামুহুরী, সাঙ্গু, হালদা ও কর্ণফুলী আসের মতো বৃষ্টি পানি স্বল্প সময়ে সাগরে প্রবাহিত করতে পারছে না। দৃশ্যে-দশলে দেশের বেশির ভাগ নদীর মতো এগুলোও করণ দশা। এ ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহাই উপেক্ষিত থাকে। এ কারণে একই বিপর্য বারবার ঘিরে আসে। আমরা মনে করি, বন্যার মাহুরের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ, সেবা কার্যক্রম যেনো নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এ ছাড়া সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আগাম প্রস্তুতি নিলেও ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়।

প্রাণহানি বেড়ে ৫০, ক্ষতিগ্রস্ত

পৌষচন্দ্র বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রাম জেলায়। কক্সবাজারে ৭৪টি, রাঙামাটিতে ৪২টি, খাগড়াছড়িতে ৪১টি এবং বান্দরবানে ৩৬টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা বন্যার কবলে পড়েছে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে কক্সবাজারে। জেলাটিতে মারা গেছেন ২৮ জন। চট্টগ্রামে ১৩ জন, বান্দরবানে ৬ জন এবং রাঙামাটিতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া রাঙামাটি ও কক্সবাজারে একজন করে মোট দুইজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। আগ্নেয়কেন্দ্রে অবস্থানরত মানুষের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম জেলায়। জেলার ৬৭০টি অশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছেন ২২ হাজার ৬০০ মানুষ। কক্সবাজারে ১৫ হাজার ৩০০টি, চট্টগ্রামে ৪৮ হাজার ৫০ জন, বান্দরবানে ২০০টি অশ্রয়কেন্দ্রে ৬ হাজার ২৫০ জন, রাঙামাটির ৫৩টি অশ্রয়কেন্দ্রে ৩ হাজার ৯০৩ জন এবং খাগড়াছড়ির ৫৫০টি অশ্রয়কেন্দ্রে ৫৮১ জন বাসচার করছেন। বন্যায় কক্সবাজারে ৪৮ হাজার ৬৩টি, বান্দরবানে ১৫ হাজার ৩০টি, চট্টগ্রামে ১৪ হাজার ৮৮১টি, রাঙামাটিতে ৪৭টি এবং খাগড়াছড়িতে ১ হাজার ৪০টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা সহায়তার অংশ হিসেবে বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৯২৩ মেট্রিক টন চাল, ৭ হাজার ২৮১ পা্যকোট শুকনা খাবার এবং ১ কোটি ২৭ লাখ নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

জুনের দ্বিগুণ হতে পারে

বৃষ্টিপাত এড়ি মশার প্রজননের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। চলতি মাস থেকে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ সময়ে জমে থাকা পানিতে এডিসেস লার্ভা জন্মায়। এ উপর্যে থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সাধারণ মানুষকে নিজ উদ্যোগে নিজেদের বাড়ির আড়িনা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। একই সঙ্গে রাত্ত্রায় উদ্যোগে রাজধানীসহ সারা দেশে শিশুরা নিধনে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা জরুরি। এর পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা প্রস্তুতিও যথাযথভাবে নেওয়ার জন্য জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে গত ১০ জুলাই পর্যন্ত রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৭ হাজার ৮২৫ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ৭ হাজার ১৪১ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে সরকারি হাসিাব আধুনিক এইচ মধ্যে মারা গেছেন ২৪ জন, যার মধ্যে অর্ধেক নারী এবং বাকি অর্ধেক পুরুষ। বর্তমানে এখনো ডেঙ্গুজ্বর নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার্না রয়েছে ৬৫০ রোগী। এ পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়া ৭ হাজার ৮২৫ জনের মধ্যে ৬১ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৮ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। চলতি বছরের মাসের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জানুয়ারি মাসে ১ হাজার ৮১ জন ডেঙ্গু শনাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং মারা যান দুজন। ফেব্রুয়ারিতে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা দেন ৪০৯ জন এবং এ মাসেও ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ডেঙ্গুতে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, তবে মাসে ৩৫২ জন এবং এপ্রিলে ৬৪০ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মে মাসে ৭১৪ ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হওয়ার পাশাপাশি মারা যান এক রোগী। এরপর জুনে এসে ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত ও মৃতের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। বিদায়ী জুন মাসে ২ হাজার ৯০৭ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং মারা যান ১০ জন। এদিকে জুলাইয়ের শুরুটাও বেশ আশঙ্কাজনক, কারণ গত মাসের গত ১০ দিনেই দেশে ১ হাজার ৭১১ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং সরকারি হিসাবে মৃত্যু ঘটেছে ছয়জনের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেমাণ ও এলাকাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে বরিশাল বিভাগে, সেখানে ২ হাজার ৫৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং মারা গেছেন দুজন। চট্টগ্রামে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ হাজার ৪১৩ জন এবং মারা গেছেন তিনজন। ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯১৭ রোগী হাসপাতালে এসেছেন এবং মারা গেছেন একজন। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭০০ রোগী ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন পাঁচজন। অন্যদিকে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ১৩৪ জন এবং ওই এলাকায় তারা গেছেন চারজন। ধুলানায় ৯৭৭ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে তিনজন মারা গেছেন। ময়মনসিংহে ২৩৬ ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছেন এবং সেখানে মারা গেছেন পাঁচজন। রাজশাহীতে ২৭৭ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে মারা গেছেন একজন। তবে সিলেটে বিভাগে ৭২ জন এবং রংপুর বিভাগে ৩২ রোগী শনাক্ত হলেও সেখানে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মশতাক হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িে। গত কয়েক বছরে উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঢাকার বাইরের ডেঙ্গুর নতুন হটস্পটগুলো। বিশেষ করে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সত্রজন্য এখন বাড়ছে। স্বাস্থ্যব এ ভ্রাবহ সংক্রমণে টেকসই হুদায়ী সরকার মন্ত্রণালয়কে দেশের সব জেলা শহরে অবিলম্বে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সাময়িক দিনে ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে রোগীদের জন্য এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস ও লার্ভা নিধন কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। এ

ফেদ্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি, কারণ মশক নিধনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সবাইকে সচেতন হয়ে নিজেস বাড়ির আড়িনা পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং টবে কিংবা বাসাবাড়িতে তিন দিনের জমে থাকা পানি ফেলে দিতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে আগামী দুই মাসে ডেঙ্গু তার চড়ায়ে পৌছাবে বলে তিনি সতর্ক করেন।

ইউনুস-নূরজাহানদের বিরুদ্ধে

অপেক্ষাময় রেখে ১২ জুলাই আদেশ ঘোষণার দিল ধার্য করা হয়। মামলার আবেদনে ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও নূরজাহান বেগম ছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর এবং সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে আসামি করার আবেদন জানানো হয়। আবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের মার্চে হামে আক্রান্ত হওয়ার পর সাউদা মুসকানকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে মহাখালীর সন্তোমক ব্যাথি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাসেবা, অস্ত্রিহ্নেন ব্যবস্থাপনা ও রোগী পরিচর্যায় অবহেলার কারণে শিউরি মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এতে আরও দাবি করা হয়, শিশুরের টিকার সরবরাহ, সস্ত্রাহ ও প্রয়োে সংশ্লিষ্টদের অবহেলাস্থাপনা এবং দায়িত্বে অবহেলার কারণে দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে বড় শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। সেই প্রেক্ষাপটে অভিযুক্তদের দায় নির্ধারণের আবেদন জানানো হলেও আদালত তা আমলে নেননি। এর আগেও একই ধরনের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনুস, নূরজাহান বেগমসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে করা একাধিক মামলার আবেদন আদালত খারিজ করেছে।

বেড়িবাঁধের বরাদ্দের এক

সবচেয়ে বড় সমস্যা উপকূলীয় বেড়িবাঁধ। এই বেড়িবাঁধ নির্মাণের নামে অতীতে হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হলেও আওয়ামী লীগ সরকার তা অমুদ্রা করছে। চলতি অবধিহতেও বাধ নির্মাণে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দলিতার করা দিচ্ছ, এই বরাদ্দের একটি টাকার ও কাউকে দূর্নীতি করতে দেওয়া হবে না। সংসদে বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের দাবি জানানো হবে।' রোববার (১২ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের গহিরা নেভাষী বাজার এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতায় পানিবন্ী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের বেহাল অবস্থা নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। 'দেশের চলমান বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাহিদ ইসলাম বলেন, 'যে কারণেই হোক, সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। এখন দোষারোপ করে লাভ নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছে। দুর্ঘোণ মোকাবিলায় দল-মত নির্বিশেষে সামর্থ্যবান ব্যক্তি, ছাত্রসন্যাস ও সাধারণ মানুষকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি বলেন, 'চট্টগ্রামের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সারা দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা শুরু থেকেই এখানে কাজ করছেন। এসে দেখলাম, পাঁচ থেকে সাত দিন ধরে কয়েকশ পরিবার পানিবন্ী বহুশ্রম মানবচর জীবন কাটাচ্ছে। অথচ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা প্রশাসনের কাউকে কার্যকরভাবে পুর দেখা যায়নি। প্রয়োজনীয় ত্রাণও অনেক মানুষ পাননি।' নাবিদ ইসলাম আরও জানান, আনোয়ারার পূর বাঁশখালীহ চট্টগ্রামের অন্যান্য বন্যাকবলিত এলাকাতেও এনিসিপির পক্ষ থেকে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

আবহাওয়া দেখে এইচএসসি

নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে সরকার। শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এছাদুল হক মিলন বলেনে, জেলা প্রশাসক (ডিসি), শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা নেওয়া বা স্থপিতের সিদ্ধান্ত হবে। রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাদুতভায়া ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫-এর ফল প্রকাশের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঢাকার বৃষ্টি পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন। শনিবার বেয়েই ৬৪ জেলার ডিসি ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শেষে কোষাধ্যাপী পরিস্থিতি রয়েছে, তা পর্যালেক্ষ করা হচ্ছে। সর্বশেষ আবহাওয়ার পূর্বসূচায় পরে আরও বৈঠক করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কোনো এলাকার পরীক্ষা স্থগিত করতে হলে তা পরবর্তী সময়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রশাসীসের ওজন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ব্রুতপন্থকে কোনো প্রশ্রপত্র ফাঁস হচ্ছে না। টেলিফোনহব বিভিন্ন মাধ্যমে একটি চক্র স্ফা প্রশ্রপত্রের নামে প্রতারণা করছে। প্রশ্রবদ্যমাধ্যমেও এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশ্রবত্র ফাঁস ফাঁসেছে এমনভাবে সংবাদ প্রকাশ করলে প্রতারণা চক্রই উন্মোচিত হয়। বং স্পষ্টভাবে জানাতে হবে, প্রশ্রফাঁস হয়নি। তিনি জানান, এ ধরনের সাইবার অপরাধ দমনে আইন আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো তথ্য নজরদারিতে রাখা হচ্ছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করে আনয়নে অওতাড়া আনা হচ্ছে।

দুর্ঘোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে

সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (১২ জুলাই) দুপুরে দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি), সিভিল সার্জনসহ মাইপ্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় তিনি এ কথা বলেন। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সভায় ভাওয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। অভিবৃষ্টির কারণে সৃষ্টি হওয়া জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসােসেবা নিশ্চিত এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করতে সঞ্চিত সব সং্রা ও মাইপ্রশাসনকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন এবং সংযুক্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ এলাকার জলাবদ্ধতার সর্বশেষ পরিস্থিতি, ক্ষয়ক্ষতি, অশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা, উদ্ধার কার্যক্রম, ত্রাণ বিতরণ এবং চিকিৎসােসেবার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। পরে সরকারপ্রধান বলেন, দুর্ঘোণপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধ্যাবিকার। কোনো ধরনের গাফিলতির সুযোগ নেই। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাজ দ্রুত ত্রাণসাপ্য। শুকনো খাবার, বিত্তঙ্গ খাবার পানি, শিশুখাদ্য, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসােসেবা পৌঁছে দিতে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ ররতন পরিবেশ, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিরাহ ও যোগাযোগ সুবিধা সচল রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিশেষভাবে নারী, শিশু, প্রবীণ ব্যক্তি, ভূত্বিকারী এবং গর্ভবতী নারীদের প্রয়োজনীয় যত্নসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, দুর্ঘোণকালীন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো অসাদু চক্র যেন চুরি, ডাকাতি, মজুতদারি, ত্রাণ আত্মসাৎ বা অন্য কোনো অপর্যায়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং প্রস্তুত ক্ষতিগ্রস্তদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই

সম্ভাবনা' হিসেবে অতিহিত করছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেনে, অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় 'জনমিতিক লভাংশ'। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীনের মতো দেশগুলো এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই অর্থনীতিতে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছেছে। রোববার (১২ জুলাই) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি বিজলায়তন বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ৪৪টিপতি বলেন, জনমিতিক লভাংশের এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য। তাই তরুণদের আগামী দিনের দল মানসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। অন্যথায় এই সম্ভাবনাই একসময় কোরাত্ত, দারিদ্র্য, সামাজিক অস্থিরতা ও অর্থনীতিতে লোপের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য মানসমত শিক্ষা, আধুনিক যুগ্মশক্তিও ও কারিগরি দক্ষতা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই এখন সময়ের সবচেয়ে দাবি। তরুণ মনোভে প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তারা একটা বৈশ্বমহীণ ও ন্যাতিভিত্তিক বাণেশদে চায়, যেখানে মেবা ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন হবে এবং সংশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্পদে উন্নয়নে বাণেশদেের অধ্যযাত্রার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ভিত্তিস্তর স্থাপন করেছিলেন শ্রীদ হ্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ১৯৭৬ সালে

জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ গঠন ও জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেন এবং নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কাজ করেন, যা বালাবিবাহি রোধ ও পরিবার পরিকল্পনার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দল-মত নির্বিশেষে

জনগণের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাদের প্রত্যাশা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীকী সমাবেশ। জনগণের ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, জনগণের রায় ও প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে কোনো সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, ‘১১ দলীয় ঐক্য যে দাবিগুলো সামনে নিয়ে বিভাগীয় সমাবেশের আয়োজন করেছে, সেগুলো কোনো দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসংগঠিত নয়। এগুলো দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনদুর্ভোগে নিরসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের দাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বারবার সরকার পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। তাই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের বিকল্প নেই।' তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ড, মহল্লা ও পাড়া-মহল্লায় ব্যাপক গণসংযোগ, প্রচার-প্রচারণা এবং সাংগঠনিক তৎপরতা জোরালোর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ১৮ জুলাইয়ের বিভাগীয় সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে সমাবেশে বিপুল জনসমাগম নিশ্চিত করা, শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রচার কার্যক্রম বেগবান করা এবং সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দায়িত্ব বর্টনসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। থানা সেক্রেটারি হাফেজ জাবের হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিি ছিলেন বরিশাল জেলায়রতের নায়েব আমীর অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন দুলাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোতয়ালী উত্তর থানার নায়েব আমীর অধ্যাপক গোলাম গোফরান, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর, অর্থ সম্পাদক মোকহেদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক বায়জীদ বোস্তামী এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি, সেক্রেটারি ও দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে ১৮ জুলাইয়ের বিভাগীয় সমাবেশ সর্বাধিকভাবে সফল করতে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

হাম ও উপসর্গে আরও

শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ মার্চে থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৬৪টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৪টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ওর্ধ্য হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৭৫৮টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘটীয় ৯০টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৮৭৯। এই সময়ে ৮৪৯টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া গেয়েছে ৮৪৩টি শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চে থেকে রবিবার পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাজার ৪৮০, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৫০০। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৯৪ হাজার ৪৪০ রোগী, যাদের মধ্যে ৯০ হাজার ৬০৫ জন ছাড়পুর গেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে।

বরিশালে ৭টি শিয়াল পিটিয়ে হত্যার

বাদী হয়ে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন। রেঞ্জ কর্মকর্তা আরিফুর রহমান বলেন, স্থানীয় লোকজন শিয়ালগুলোকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছেন। তবে শিয়ালের মাংস খাওয়া হয়েছে কি না, তা আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। তদন্তে বিষয়টি জানা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ২ জুলাই ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ময়দানখোলা এলাকায় একদল ব্যক্তি শিয়ালগুলোকে হত্যা করেন। পরে ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি সনাক্তকৈ আসে।

আগিলঝাড়ায় থানায় হামলা

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার ফুলতী গ্রামে। থানা পুলিশ সূত্র জানায়, শনিবার ঢাকার বিভিন্নস্থানে অভিযাত্রা চালিয়ে ঢাকা মহানগর প্রায়োদ্য পুলিশ (ডিবি) ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে আগৈলঝাড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল তাদের ডিবি-হেফাজত থেকে গ্রহণ করে আগৈলঝাড়ায় নিয়ে আসেন। গ্রেপ্তার চার আসামিকে রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরন করা হয়েছে। আগৈলঝাড়া থানার ওসি মো. মাদুল খান জানিয়েছেন, মামলায় এলায়ারভুক্ত ও তদন্ত শনাক্ত অন্যান্য পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিধান অব্যাহত রয়েছে।

৭৯ হাজার শিক্ষার্থী পেল

৩৫৪ জন (৫৪.৭১ শতাংশ)। রোববার (১২ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাদুতভায়া ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এছাদুল হক মিলন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা অবশেষে, স্বীকৃতি প্রদান এবং শিক্ষার্থীত্বজানগুলোকে উন্মোহিত করে জ্ঞানভিত্তিক গুরুত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৬ অনুযায়ী, দেশব্যাপী মোট ৮২ হাজার ৫০০টি বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ট্যালেটপুল বৃত্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৮০ শতাংশ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য ২০ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, সাধারণ বৃত্তির ৪৯ হাজার ৫০০টির মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩৯ হাজার ৬০০টি বৃত্তি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডভিত্তিক পাটাত করে (দুইজন ছাত্র, দুইজন ছাত্রী এবং একটি মেধার ভিত্তিতে) বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়া বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য উপজেলাভিত্তিক ২০ শতাংশ সাধারণ বৃত্তি সংরক্ষণ করা হয়। তিনি জানান, এবারের পরীক্ষায় মোট ৭৮ হাজার ৮১০টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ৬৫ হাজার ৬০৫টি এবং বেসরকারি বিদ্যালয় ১৩ হাজার ২০৫টি। মোট নবিকৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৪১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ২ লাখ ৫৬ হাজার ১১৭ জন এবং ছাত্রী ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৯২৪ জন। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিল ৪ লাখ ১৯ হাজার ৯৯২ জন শিক্ষার্থী, যা নবিকৃত পরীক্ষার্থীর ৬৫.১১ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের ৩ লাখ ৪৫ হাজার ১৮৫ জন (৬২.১১ শতাংশ) এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৭৫ হাজার ৮১৫ জন (৮৪.১৬ শতাংশ) পরীক্ষায় অংশ নেয়। উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৪১ জন (৩৯.৬৮ শতাংশ), ছাত্রী ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪১ জন (৬০.৩২ শতাংশ)। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ট্যালেটপুলে সরকারি বিদ্যালয় থেকে ২৬ হাজার ৩৭৫ জন এবং বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ৬ হাজার ৫৯০ জন বৃত্তি পেয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ৪৬ হাজার ২৮১ জন। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের ৩৬ হাজার ৪২০ জন এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৯ হাজার ৮৬১ জন।



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বরিশাল আগমনকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবায়েদুল হক চান পক্ষে নেতাকর্মীদের গুচ্ছেড়া র্যালী

-কীর্তনখোলা



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বরিশাল আগমনকে স্বাগত জানিয়ে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও যুবদল নেতা কাজী সজ্জের গুচ্ছেড়া র্যালী

-কীর্তনখোলা

প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে

র্যালি বের হয়। দুপুর ১২টার পর জেলা দক্ষিণ বিনোপির উদ্যোগে বের হওয়া মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলটির আহ্বায়ক আবুল হোসেন এমপি। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন। বেলা সাড়ে ১১টায় সরোয়ারের নেতৃত্বে বের হওয়া মিছিলে নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সদর উপজেলা থেকে লেভা-কর্মীরা যোগ দেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিনোপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা পরিষদ প্রশাসক আকম কুমুদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য এবায়েদুল হক চান, মেজবাবউদ্দিন ফরহাদ, বিনোপি নেতা আনোয়ারুল হক তারিফ, মীর জাহিদুল করিব, সৈয়দ আকবর ও ফারহানা তিথি প্রমুখ। এছাড়া বিকেল ৫টায় বিনোপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের রহমাতুল্লাহ একটি আনন্দ র্যালি করেন। নগরীর প্রাণকেন্দ্র বিবির পুকুর পাড় এলাকা থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বেবস পার্ক এলাকায় গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়।

চরফ্যাশনে নিমাঞ্চলের ৩০ গ্রাম প্রাবিত

কাটছে। একদিকে ভারি বর্ষন অন্যদিকে নদীর জোয়ারের পানি বৃদ্ধিতে উপজেলার বেশ কয়েকটি চরের নিমাঞ্চল এলাকার প্রায় ৩০ গ্রাম প্রাবিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- আসসালাপুর, মাদ্রাজ, বালাগঞ্জ, জাহানপুর, ওওয়াজপুর, চরমানিকা, নীলকমল, হালাবাগার, ঘোরেহাট ও নজরুল নগ, ঢালুর, ককুর-মুকরি,ওসমান গঞ্জ, আমিরাবাদ, আদুলাপুর,আবু বকরপুর এবং চরপাড়া ও চর নিজাম এলাকা প্রাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় ভাী বর্ষণের প্রভাবে নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় খাল বিল, পুকুর, জলাশয়, মাঝের ঘেঁর, কৃষি ফসল তলিয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে খুব খাদ্য সংকট। শাক সবজি, সবজির খামার তলিয়ে যাওয়ায় বেড়ে গেছে কচালাল ও সবজির দাম। সবজি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ায় হুতশায় ভুগছে সাধারণ মানুষ। একদিকে বাড়ি বর্ষণ অন্যদিকে বিভিন্ন ইউনিয়নের দুইসেটে বন্ধ থাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয় তীব্র আকারে। যার কারণে পানি ঢুকে পড়েছে নিচু এলাকার অনেক বসসতবাড়িতে। যার ফলে হাঁস মুরগির খাদ্যের অভাবের প্রভাবে নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে। পা.উ.বাে সূত্রে জানা গেছে,পানির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সুলিঙ্গ গেট এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পানি নাযতে শুরু করেছে। উপকূলীয় খেটে খাওয়া দিনমজুর সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা থমকে গেছে। তারা দৈনন্দিন কায়িক ভ্রম পা ওয়ায় অর্হবারে অনাহারে দিন কাটছে। টানা কয়েকদিনের ভাী বর্ষণে ও জোয়ারের পানির কারণে চরম জোগাঙ্হিতে পড়েছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে চরফ্যাশন উপজেলার মেঘনা-ভেটুলিবার এলাকায় অঞ্চলে প্রায় ২০০কিমি: বেড়িবাঁধের ঢালে অতিবর্ণন কষ্টে আছে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষগুলো। উপজেলার বেতুয়া থেকে মাদ্রাজ, হাজারিগঞ্জ বে

